অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

অদ্য ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার শেরে বাংলা নগরস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে চীনা অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন "Development of ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-III (Info-Sarker 3)" শীর্ষক প্রকল্প এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন "Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity (MoTN)" শীর্ষক প্রকল্প ২'টি বাস্তবায়নে লক্ষ্যে যথাক্রমে ১.০৪২ বিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান সমপরিমাণ)১৫৬.৫৬ মিঃ মাঃ ডলার, প্রায় ১২৫২.৪৮ কোটি টাকা) এবং ১.৫৪৭ বিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান সমপরিমাণ)২৩১.৫০ মিঃ মাঃ ডলার প্রায় ,১৮১৭.২৭ কোটি টাকা) চীনা নমনীয় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য ২'টি Framework Agreement চীন ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। চীন সরকারের পক্ষে চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. Ma Mingqiang এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব কাজী শফিকুল আযম প্রকল্প ২'টির Framework Agreement স্বাক্ষর করেন। উক্ত Framework Agreement ২'টি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, উক্ত Framework Agreement দু'টি একই ধরণের। বার্ষিক সুদের হার ২%, ৫ বছর গ্রেস পিরিয়ড'সহ ঋণ দু'টি ২০ বছর মেয়াদী শর্তে Eximbank of China এই ঋণের অর্থ প্রদান করবে। Info-Sarker Phase-III শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সকল মন্ত্রণালয়জেলা এবং উপজেলা সরকারি দপ্তরকে একটি পাবলিক ,গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ,বিভাগ/ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে, MoTN শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত স্বনির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে আইসিটি সুবিধা পৌঁছে দেয়া; দেশের সমগ্র জনসাধারণের জন্য টেলিডেনসিটি এবং টেলি একসেস্ সুবিধার সম্প্রসারণ, আইসিটি সেবা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, চীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ৩জি নেটওয়ার্ক, শাহজালাল ফার্টিলাইজার, পদ্মা (জশলদিয়া) পানি শোধনাগার প্রকল্প, ফোর-টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার, ৬টি জাহাজ ক্রয়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধানাগার প্লান্ট, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, ইত্যাদি।

আরও উল্লেখ্য যে, চীনের মান্যবর রাষ্ট্রপতি'র গত অক্টোবর ২০১৬ সময়ে বাংলাদেশ সফরকালে দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকে যে ২৭টি প্রকল্পের উল্লেখ আছে, এ দু'টি প্রকল্প তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১০/৯/১৭

ড. এ.কে.এম মতিউর রহমান
উপ-সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার